প্রচার ডায়েরি ২১,০৪.২০১৪

অরুণ জেটলি, রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা

জগদীশ টাইটলারের হয়ে ক্যাপ্টেনের সওয়াল - শয়তানের উকিল

১৯৮৪ সাল সব সময়ই খারাপ স্মৃতির বছর হিসেবে চিহ্নিত। ইন্দিরা গান্ধীকে হত্যার পর দিল্লির নিরীহ শিখদের নিধনযজ্ঞ ভারতের গণতন্ত্রের উপর একটা কালো দাগ। বাস্তব হল, হাজার হাজার নিরীহ মানুষের খুনের ঘটনা ভয়ানক। তার চেয়েও খারাপ দোষীদের শাস্তি না দেওয়া।

রাষ্ট্রের যোগসাজশ স্পষ্ট। কোনও দাঙ্গাকারীকে থামাতে পুলিশ গুলি ছোড়েনি। অবাধ খুন ও লুঠপাট চালানোর সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। কোনও এফআইআর দায়ের করা হয়নি। কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। এমনকী হিংসায় রাজনৈতিক সমর্থনও দেওয়া হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এই হিংসাকে ধামাচাপা দিতে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী ও কংগ্রেস সরকার বিচারপতি রঙ্গনাথ মিশ্র কমিশন গঠন করেছিল। অবসরের পর এই বিচারপতিকে রাজ্যসভায় মনোনীত করেছিল কংগ্রেস। এনডিএ সরকারই বিচারপতি নানাবতী তদন্ত কমিশন গঠন করে এবং প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়। এর পরই তদন্তকারী সংস্থা দাঙ্গায় জড়িতদের আদালতের কাঠগড়ায় তোলার উদ্যোগ নেয়।

সত্যকে প্রকাশ করা তদন্তকারী সংস্থা ও বিচারবিভাগের দায়িত্ব। কিন্তু ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং কেন "শয়তানের উকিল" হয়ে জগদীশ টাইটলারকে ক্লিনচিট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন? তিনি কি একজনের বক্তব্য না শুনেই দোষ নির্ণয় করার চেষ্টা করছেন যিনি দাঙ্গায় যুক্ত ছিলেন বলে তথ্য মিলেছে? ক্ষতিগ্রস্তদের স্বার্থরক্ষার চেয়েও কি ক্যাপ্টেনের ব্যক্তিগত অথবা রাজনৈতিক সম্পর্ক বেশি গুরুত্বপূর্ণ?

আরও একটি ভুল বিবৃতি

ভূপাল গ্যাস বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের বিরুদ্ধে "ডাউ জোন্স" এর পক্ষ নিয়ে মামলা লড়ার জন্য আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন ক্যাপ্টেন। ইউনিয়ন কারবাইড অথবা ভূপাল গ্যাসকাণ্ডে ডাউ জোন্সের কোনও সংস্রব নেই। এটা একটা অগ্রগণ্য মার্কিন আর্থিক সংস্থা। ঘটনাচক্রে ডাউ জোন্স ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের মালিক। ভূপাল গ্যাসকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের বিরুদ্ধে মামলা ঠোকা উকিলের নাম অভিষেক মনু সিংভি, তিনি অমরিন্দর সিং-এর দলের মুখ্য মুখপাত্র। আমি পেশাগত ভাবে বহু মক্কেলের হয়ে আদালতে সওয়াল করি বা পরামর্শ দিই। গ্যাসকাণ্ডে জড়িত নয় এমন ব্যক্তি বা কোম্পানি যদি আমার পরামর্শ পেতে চায় তাহলে কৌসুলি হিসেবে তাদের আইনি পরামর্শ দেওয়া নৈতিক কর্তব্য। সেটাই আমি করেছি।

ভারতের অসুরক্ষিত প্রতিরক্ষা

দেশে নির্বাচন প্রক্রিয়া চলছে। আমি বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসকারী কয়েকশো প্রাক্তন সেনানীর সংস্পর্শে এসেছিলাম। সংকটের সময়ে তাঁরা দেশের সেবা করেছেন। তাঁরা দেশপ্রেমী ও সৎ নাগরিক। তাঁদের দীর্ঘদিনের দাবি "এক পদ এক পেনশন"- নিয়ে তাঁরা রীতিমত উদ্বিগ্ন।

বিজেপি তাদের ইস্তাহারে "এক পদ এক পেনশন" ইস্যুটি অন্তর্ভুক্ত করেছে। এটা কার্যকর করতে বদ্ধপরিকর বিজেপি। কংগ্রেস এতদিন প্রাক্তন সেনাকর্মীদের মিথ্যা কথা বলে এসেছে। কয়েক বছর আগে অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায় এই দাবি মেনে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে কার্যকর হলেও সব সেনাকর্মী পদে একই পদ্ধতি চালু হয়নি। এ বছরও বাজেট বক্তৃতায় একই প্রতিশ্রুতি দেন অর্থমন্ত্রী। কিন্তু এবারও মিথ্যা কথা বলেছেন। দাবি কার্যকর করতে এখনও সরকারি ভাবে কোনও বিজ্ঞপ্তি জারি হয়নি।

ভারতের সামরিক প্রস্তুতির ঘাটতিও উদ্বেগের বিষয় হয়ে উঠেছে। প্রতিরক্ষার সরঞ্জাম সংগ্রহ ব্যাপক মার খেয়েছে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী এ কে অ্যান্টনির সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থতাই প্রাথমিক ভাবে দায়ী। ভারতের ভৌগলিক কৌশলগত পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। সামরিক বোঝাপড়ায় চিন-পাকিস্তান কাছাকাছি এসেছে। সীমান্তে চিনের জাহির করার প্রবণতা বৃদ্ধি ও পাকিস্তানের
অনিশ্চিত আচরণ ভারতকে আরও কড়া নজরদারির ব্যবস্থার দিকে ঠেলে দিয়েছে। কিন্তু সামরিক সরঞ্জামের আধুনিকীকরণ শিকেয় উঠেছে। সাবেকি জিনিস বদলে অত্যাধুনিক কারিগরি প্রযুক্তি আনতে হবে। সামরিক শক্তিতে পকিস্তানের সঙ্গে তুলনায় ভারতের এগিয়ে থাকার সুবিধা কমে এসেছে। ১৫ হাজার কিমি সীমানা নিয়ে কোনও দেশ এমন অচল প্রযুক্তির উপর নির্ভর করতে পারে না। সাম্প্রতিক ডুবোজাহাজ বিপর্যয় দেখিয়ে দিয়েছে নৌবাহিনীর কী অবস্থা। চিন যখন সীমানার পরিকাঠামো শক্তি বাড়াচ্ছে আমরা তখন অবহেলা করছি।

"দেশের প্রথম রাজনৈতিক দল" হিসেবে বিজেপি সার্বিক সামরিক প্রস্তুতি বাড়াতে বদ্ধকরিকর।